সংবাদ

তারিখ 21 MAR 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম 2

মাউশির স্টোর হাউসের কোটি টাকার মালামাল লোপাট

রাকিব উদ্দিন

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) নতুন, পুরনো ও পরিত্যক্ত মালামাল রাখার গুদামঘর বা রক্ষণাবেক্ষণাগার লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ধানমন্ডি সরকারি কামরুননেছা বালিকা উচ্চবিদ্যালয় এবং ধানমন্ডি সরকারি গার্লস স্কুল সংলগ্ন বিশাল এই গুদামের প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, ফটোকপি মেশিন, ইলেকট্রিক মালামাল ও যন্ত্রপাতির ভেতরের অংশ এবং আসবাবপত্র লুটপাট করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। লুটপাটের জন্য গুদাম ঘরের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা একে অন্যকে দায়ী করছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাউশি'র মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ গতকাল সংবাদ'কে বলেছেন, গুদামে মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রসহ অনেক মূল্যবান পুরনো মালামাল আছে। কোন প্রয়োজন

মাউশির : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

মাউশির : স্টোর

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ছাড়া সাধারণত এটি খোলা হয় না। তবে পুরনো ও আধা পুরনো মালামাল লুটপাটের বিষয় খতিয়ে দেখা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। জানা যায়, গুদামঘরটি মাউশি'র প্রশাসন শাখার অধীনে থাকার কথা। কিন্তু বর্তমানে এটি মাউশি'র পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার অধীনে আছে। এ শাখার পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্টরা গুদামের মূল্যমান সামগ্রী নিজেদের পারিবারিক কাজে ব্যবহার করছেন এবং অনেক মালামাল বিক্রি করে দিয়েছেন। কিন্তু লুটপাট ও তছরুপকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না মাউশি কর্তৃপক্ষ। আবার মাউশি'র অনেক সহকারী পরিচালক, গবেষণা কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্টরা নিজেদের রুমে গুদামের ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশনার এনে অবৈধভাবে ব্যবহার করছেন। নিয়মানুযায়ী সহকারী পরিচালক ও গবেষণা কর্মকর্তারা এয়ারকন্ডিশনার ব্যবহার করার কথা পরিচালক ও উপ-পরিচালকের চেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করতে পারেন না। এমনকি গত বছর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষা ভবন পরিদর্শনকালে কয়েকজন সহকারী পরিচালকের রুমে এয়ারকন্ডিশনারের ব্যবহার দেখতে পেয়ে তা খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিলেও তা কাজে আসেনি। এছাড়াও বর্তমানে গুদাম ঘরে ২ হাজার ২৬৫ সেট মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র সংরক্ষিত আছে। এসব দলিলপত্র আগামী এপ্রিলের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণের জন্য মাউশি'র মহাপরিচালক সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছিলেন বলেও জানা গেছে। জানতে চাইলে মাউশি'র উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ড. জাহাঙ্গীর হোসেন সংবাদ'কে বলেন, গুদামঘরে বর্তমানে কমপক্ষে দেড় কোটি টাকার মালামাল আছে। এই স্টোর-হাউজের তালার চাবি প্রশাসন শাখায় বুঝিয়ে দেয়ার জন্য প্রায় ছয় মাস আগে, পরিকল্পনা শাখার কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন মহাপরিচালক। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তা আজও বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে না। জানা গেছে, বর্তমানে গুদাম ঘরটি তত্ত্বাবধানে আছেন মাউশি'র সহকারী পরিচালক (প্রকৌশলী) আব্দুল খালেক। তিনি সংবাদ'কে বলেন, কোন প্রকল্প শেষ হলে ওই প্রকল্পের ব্যবহৃত মালামাল গুদাম ঘরে রাখা হয়। কিন্তু গুদামে রাখার আগে উক্ত ল্যাপটপ, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির ভেতরের অংশ আছে কী না তা পরীক্ষা করা হয় না। তাছাড়া এটি সচরাচর খোলা হয় না বলেও তিনি দাবি করেন। আব্দুল খালেক আরও বলেন, মূলত গুদামটি প্রশাসন শাখার উপ-পরিচালক এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার পরিচালকের দায়িত্বে। এটি খোলার জন্য তিনি নিজে এবং প্রশাসন শাখার সহকারী পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকের (এক) নেতৃত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি আছে। কমপক্ষে তিনজন সদস্য একত্র হলে গুদামের তালা খোলা যায়। জানতে চাইলে মাউশি'র পরিচালক প্রফেসর ড. সিরাজুল হক সংবাদ'কে বলেন, গুদামের তালা খোলার জন্য চারজনের একটি কমিটি আছে। কেউ চাইলেই একা একটি খুলতে পারেন না। কাজেই মালামাল লুটপাটও হতে পারে না। সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রায় তিনবছর আগে রংপুর জেলায় শেষ হওয়া শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প সিএসআর'র (কানাডিয়ান সিডা) বেশ কয়েকটি এয়ারকন্ডিশনার, ফটোকপি মেশিন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ওয়াশিং মেশিন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং মূল্যবান আসবাবপত্র ঢাকার গুদামঘরে রাখার জন্য আনা হয়। কিন্তু এখন এসব মালামালের কোন হদিস মিলছে না। এছাড়া কয়েক বছর আগে শেষ হওয়া এসইডিপি (সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট), ১০টি মডেল স্কুল প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকল্পের মালামাল তছরুপ করা হয়েছে বলেও সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।